অর্থনৈতিক নিয়ামন ঃ অর্থনৈতিক সংস্কারের ভিত্তিরূপে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐতিহাসিক হবিব ও নিজামি আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে "সুলতানি যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রশাসনিক অবদান" (Greatest administrative achievement of the Sultanate period) বলে মন্তব্য করেছেন। অনেকের মতে নরপতিত্বের আদর্শ কার্যকর করার জন্য এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিস্তার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আলাউদ্দিন এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। সেনাবাহিনীর ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সামরিক বাহিনী ছাড়াও, প্রশাসনে নিযুক্ত সামরিক ও বে-সামরিক কর্মচারীদের বেতন এবং সেই সঙ্গে দাসদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি খাতে সরকারের ব্যয় অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জালালউদ্দিনের আমলের সঞ্চিত সম্পদ, দেবগিরির লুণ্ঠনজনিত সম্পদ এবং উত্তর-ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের কাছ থেকে আদায়ীকৃত অর্থ—প্রভৃতি সত্ত্বেও সরকারি ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমন কি ভূমি-রাজস্ব ৫০% শতাংশ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও এই অবস্থার উন্নতি হয় নি এবং প্রকৃতপক্ষে এর অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি করার কোনো সুযোগ ছিল না ও তা সঙ্গতও ছিল না। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মাণের এক ব্যাপক কর্মসূচি আলাউদ্দিন গ্রহণ করেন। এছাড়া সিংহাসন আরোহণকালে দিল্লির নাগরিকদের সমর্থন লাভের আশায় তিনি দেবগিরি থেকে লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন দিল্লির নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করেন। ফলে দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক দারুণ মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ঘটায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে অতিরিক্ত করের বোঝা জনসাধারণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর মূল্য অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। এই অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচন করার উদ্দেশ্যে, আলাউদ্দিন সকল প্রকার পণ্য-সামগ্রীর মূল্য

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ঃ কারণ

নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যোগ নেন। মূলত, স্বল্পবেতনের সেনারা যাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে এই উদ্দেশ্য নিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সুলতান প্রয়াসী হলেও সাধারণ মানুষ যে উপকৃত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রলোভনে আলাউদ্দিন "এক দুঃসাহসিক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদে পরিণত হন" ('a daring political economist')।

বারণি ও খস্‌রুর বিবৃতি

বারণির 'তারিখে-ফিরোজশাহী' গ্রন্থ থেকে এই ধারণারই সৃষ্টি হয় যে, মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করার প্রয়োজনবোধেই আলাউদ্দিন অর্থনৈতিক বিধি প্রবর্তনে তৎপর হন। রাষ্ট্রের সাধারণ রাজস্ব থেকেই এই সেনাবাহিনীকে পোষণ করতে হত। রাজস্বের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আলাউদ্দিন সৈনিকের বেতন নির্ধারণ করার প্রস্তাব করেন। এর অতিরিক্ত প্রদান করলে পাঁচ বা ছয় বছরের মধ্যে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মন্ত্রিরা সুলতানকে পরামর্শ দেন যে, পণ্য-সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করলেই সেনাদের প্রস্তাবিত বর্ধিত হারে বেতন দেওয়া সম্ভব। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের সাধারণ গতি রুদ্ধ না করে স্বাভাবিক রাখা। কিন্তু 'তারিখে-ফিরোজশাহী' গ্রন্থের অন্যত্র বারণি আলাউদ্দিন কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সঙ্গে সামরিক প্রয়োজনের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বারণি 'ফতোয়া-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থে জনকল্যাণস্বার্থে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জোর সুপারিশ করেছেন। তিনি এই তত্ত্বের অবতারণা করেছেন যে, শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ওপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেমন নির্ভরশীল, তেমনি পণ্য-সামগ্রীর মূল্য-সূচকের স্থিতিশীলতার ওপর জনগণের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। অধিকন্তু বারণি এধরনের অভিমতও তুলে ধরেছেন যে, অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ ঘটলে শাসকের কিছুই করার উপায় থাকে না, কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হেতু কৃষিজাত পণ্যের প্রাচুর্য ঘটলে সেই সুযোগে বিভিন্ন শ্রেণির বণিকদের মধ্যে (যথা—সওদা-ই-কারাওয়ানি, সওদা-ই-বাজারী ইত্যাদি) সস্তায় সেই সকল পণ্য ক্রয় করে উচ্চহারে বিক্রয় করার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা অর্থাৎ কম মূল্যে পণ্য-সামগ্রী কিনে অতিরিক্ত মূল্যে তা বিক্রয় ('ইহ্‌তিকার'—regrating) করা ধনীদের পক্ষেই সম্ভব এবং যেহেতু ব্যাংকিং ও বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল, তাই বারণির মতে 'ইহ্‌তিকারের' অর্থ হল মুসলমানদের অর্থনাশ করে হিন্দুদের বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ দেওয়া।* সুতরাং বারণির মতে সরকারের কর্তব্য হল, সকল প্রকার পণ্যের দর নিয়ন্ত্রণ করা। আমীর খস্‌রু তাঁর 'খাজাইন-উল-ফুতুহ্' গ্রন্থে আলাউদ্দিনের জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক সংস্কারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কেবলমাত্র সামরিক কারণেই আলাউদ্দিন কর্তৃক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের কথা আমীর খস্‌রু উল্লেখ করেন নি। সুতরাং, আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার তথা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মূল কারণ সম্বন্ধে বারণি ও আমীর খস্‌রু প্রায় একই অভিমত পরিবেশন করেছেন। নাসিরউদ্দিন চিরাগ প্রমুখ সুফী লেখকগণ সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন জনকল্যাণ সাধনই হল প্রধান রাজকীয় কর্তব্য, রাজকর্তব্য সম্পর্কে এই ধারণার অনুগামী হয়ে আলাউদ্দিন বাজার দর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাউদ্দিনের যথার্থ নীতি কি ছিল। দুর্ভাগ্যবশত মধ্যযুগের ও আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই প্রশ্নটি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। 'তারিখে-ফিরোজ-শাহী' গ্রন্থে বারণি 'সাধারণ বাজারের' (general markets) আলোচনা প্রসঙ্গে এই নীতির উল্লেখ করেছেন এবং 'ফতোয়া-ই-জাহান্দারী' গ্রন্থে তিনি তা বিস্তৃত ও সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতি হিসাবে পণ্য-সামগ্রীর উৎপাদনের ব্যয়ের ভিত্তির ওপর তা করা সমীচীন বলে বারণি আলাউদ্দিনকে পরামর্শ দেন। তাঁর ভাষায় "The king should settle before his own throne the prices of all things according to the principle of production-cost ('bar-award')"। কিন্তু এই নীতি অনুসারে খাদ্যশস্যের দর নির্দিষ্ট করা প্রথমে দুরূহ হয়ে দেখা দেয়। পরে

তা নির্দিষ্ট করা হলে বণিকদের লভ্যাংশের সুযোগ দিয়ে এবং সকল শ্রেণির শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার নিশ্চিত করে আলাউদ্দিন পণ্য-সামগ্রীর দর বেঁধে দেন। পণ্যসম্ভার নিয়ে বণিকদের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয় ও প্রয়োজনবোধে বণিকদের মূলধনের যোগান দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। সরকারি অনুদান-গ্রহীতা বণিকদের কতকগুলি বিধি-নিষেধের ('মীজান্') আওতায় আনা হয় এবং পরোক্ষভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্তরূপ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে আলাউদ্দিন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে পণ্য-সামগ্রীর মূল্য হ্রাস করেন নি অথবা করতে পারেন নি।* জিনিসপত্রের এক স্বাভাবিক বাজার গড়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর (যথা—বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য, সূতী ও রেশমবস্ত্র, ঘোড়া, গবাদি পশু ইত্যদি) মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সেই সঙ্গে বিক্রেতাদের লভ্যাংশও নির্দিষ্ট করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যসূচি নির্দিষ্ট রাখার বিষয়ে সকলকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কয়েকটি খামার ও বাজারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উদ্দেশ্য ছিল জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যের যোগান সুনিশ্চিত করা। জেলার প্রশাসকদের খাজনার পরিবর্তে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অজন্মা বা অন্য কারণে খাদ্যঘাট্‌তি পূরণ করার উদ্দেশ্যে দিল্লির উপকণ্ঠে কয়েকটি শস্যভান্ডার গড়ে তোলা হয় যেমন—(১) কেন্দ্রীয় শস্যভান্ডার বা 'মন্ডী' (মুদীর দোকান), (২) 'সেরা-ই-আদল' (বস্ত্র, চিনি, নানাবিধ গাছ-গাছড়ার বাজার), (৩) অশ্ব, ক্রীতদাস ও গবাদি পশুর বাজার এবং (৪) অন্যান্য পণ্য-সামগ্রীর বাজার। খাদ্যসঙ্কটের সময় পাইকারী বণিকদের এই সকল শস্য-ভান্ডার থেকে শস্য খরিদ করে তা ন্যায্য-মূল্যের দোকানে (Fair Price Shop) নিয়ে জনগণের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। খাদ্যসঙ্কটের সময় দুটি ক্রীতদাসসহ প্রতিটি পরিবারকে আধ-মণ খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 'রেশনিং-ব্যবস্থার' (Rationing System) প্রবর্তন আলাউদ্দিনের এক অভিনব কীর্তি। বারণির মতে এই ব্যবস্থার ফলে দিল্লির ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কখনো দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। বিভিন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাস করা হয়, লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র ছাড়া চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়, 'সাহনা-ই-মন্ডী, নামে পরিচিত রাজকর্মচারীর কাছে সকল বিক্রেতা ও বণিকদের নাম নথিভুক্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, নিয়ন্ত্রিত মূল্যের বেশী মূল্য কেহ নিলে তার প্রতি কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হত, চোরাকারবার নিষিদ্ধ হয় এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ' (Diwan-I-Riyasat) ও 'সাহনা-ই-মন্ডী' (Shahana-I-Mandi) উপাধিধারী দুজন কর্মচারী নিযুক্ত হন।

আলাউদ্দিনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের উল্লেখ করতে গিয়ে বারণি দিল্লির ক্ষেত্রেই একমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি প্রাদেশিক প্রশাসনিক কেন্দ্র, নগর ও গ্রামাঞ্চলের উল্লেখ করেন নি। মোরল্যান্ড (Moreland)-এর মতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দেশের অবশিষ্টাংশ থেকে দিল্লিকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়; দেশের সর্বত্র দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো চেষ্টা হয় নি এবং সেনাদের অধিকাংশ দিল্লিতে কর্মরত থাকার জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিল্লির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু মোরল্যান্ড-এর এই মন্তব্য সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ যেহেতু সমগ্র দেশ থেকে সেনা সংগ্রহ করা হত, সেই জন্য একমাত্র দিল্লিতে পণ্য-সামগ্রীর নিয়ন্ত্রিত মূল্য তাদের স্বাচ্ছল্যতার মোটেই সহায়ক ছিল না। সেনাদের পরিবারবর্গ গ্রামাঞ্চলেই থাকত। সুতরাং অনুমিত হয় যে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলেও নিয়ন্ত্রিত মূল্যে পণ্য-সামগ্রীর যোগান ছিল। দিল্লির বাজারকে সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার অভিপ্রায় আলাউদ্দিনের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে দিল্লির মূল্য-নিয়ন্ত্রিত পণ্যের যোগান অব্যাহত ছিল। ফিরিস্তা যথার্থই লিখেছেন যে, আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ অঞ্চলেই পণ্য-সামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। কারণ অন্যান্য শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকেই প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর যোগান দিল্লিতে আসত। খাদ্য-শস্য প্রায় সকল শহরে ও নগরে গুদামজাত করা হত এবং চাষীরা তাদের উদ্ধৃত্ত ফসল ফসলকারবারীদের কাছে অথবা নিকটবর্তী শহরে সরকার-নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করত।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ

f India vol V. পৃঃ ৩৭৮।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-ব্যবস্থার ফলাফল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পি. সারাণের (Saran) মতে এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের কোনো উপকার হয় নি। তাঁর বক্তব্য হল সেনাবাহিনীর সুবিধার্থেই সুলতান মুখ্যত এই সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এছাড়া খাদ্য-শস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ শুধু দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র সাম্রাজ্য জুড়ে তা পরিব্যাপ্ত ছিল না। লেনপুল (Lanepool)-এর মতে সাধারণ প্রজাবর্গ এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। সম্রাট নেপোলিয়নের মতো সম্রাট আলাউদ্দিন বিশ্বাস করতেন যে, সকল শ্রেণির মানুষকে সস্তা দরে খাদ্য সরবরাহ করার ওপরই সম্রাট তথা সাম্রাজ্যের সাফল্য নির্ভরশীল। আলাউদ্দিন ধনীদের লুঠ করে দরিদ্রের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন। কে. এস. লাল (K. S. Lal)-এর মতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রেণের ফলে বণিকদের লভ্যাংশ হ্রাস পাওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং এই কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে বণিক্‌শ্রেণি ভিন্ন দিল্লির সকল নাগরিক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।* কে. এস. লাল আলাউদ্দিনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সাফল্য স্বীকার করে নিলেও মনে করেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর এই সংস্কার স্থায়িত্ব লাভ করে নি। কারণ আলাউদ্দিন শস্য উৎপাদনকারীদের প্রতি বিশেষ নজর দেন নি। অতিরিক্ত লভ্যাংশ না পাওয়ার জন্য কৃষকরা নিরুৎসাহ হয় এবং ফলে উৎপাদন কমে যায়। তথাপি বলা চলে যে, সুলতানি আমলের সর্বাধিক প্রশাসনিক কৃতিত্ব হল আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক নিয়ামন।** ফিরিস্তার মতে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের শেষ পর্যন্ত পণ্য-সামগ্রীর মূল্য স্থিতিশীল থাকে এবং অনাবৃষ্টি বা অন্যান্য কারণে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও এর হেরফের হয়নি। ফিরিস্তা আলাউদ্দিনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেছেন যে, এই বিধি-ব্যবস্থা ছিল অভূতপূর্ব।

ফলাফল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতামত

বারণির মতে আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সাফল্যের মুখ্য কারণ ছিল—সুলতানের আদেশের কঠোরতা; উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য; জনগণের আর্থিক অনটন এবং অকপট ও কঠোর আমলাবৃন্দ। বারণির এই বিশ্লেষণ আংশিক সত্য বলে আধুনিক ঐতিহাসিকরা মনে করেন। একথা অনস্বীকার্য যে, আলাউদ্দিনের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও প্রতিভা এবং কর্মচারীদের নিষ্ঠা ও কঠোরতা সাফল্যের মূল কারণ। কিন্তু প্রথমত, আলাউদ্দিন একমাত্র রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমেই মূল্য হ্রাস করেন নি বা করতে পারেন নি। তিনি উৎপাদন-ব্যয়ের ('নিরখ-ই-বার-আওয়ার্দ') ভিত্তির ওপর তা করেন। অবশ্য তিনি আইনভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্তি দান করতে কখনো বিরত হন নি। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যের সর্বত্র সফল উৎপাদনের ওপর সুলতানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না এবং তা করতে প্রয়াসী হলে তাঁর ব্যর্থতা ছিল সুনিশ্চিত। আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল—নিয়ন্ত্রিত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যোগদান সম্বন্ধে জনগণের নিশ্চিন্ত ও নিরাপত্তাবোধ। প্রকৃতপক্ষে সুলতানের ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাস্থ্যের ওপর এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ছিল একান্তভাবে নির্ভরশীল। হবিব ও নিজামি-র ভাষায় "The tragedy lay in the fact that everything depended upon the life and health of one man"।† আলাউদ্দিন কর্তৃক প্রবর্তিত মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-ব্যবস্থা তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ে। তাঁর উত্তরাধিকারী মোবারক খাল্‌জী এই সকল বিধি-ব্যবস্থা চালু রাখার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে তা বলবৎ রাখার প্রয়োজনও দেখা দেয় নি।

আলাউদ্দিনের সাফল্যের কারণ